351

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUN 30 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

ব্যবহারিক পরীক্ষা প্রহসন

এদেশে প্রকৃত মেধা যাচাই না হইবার অভিযোগ শুনিয়া আসিতেছি। এস,এস,সি পরীক্ষার সময় এতটা বাস্তবতার সম্মুখীন না হইলেও এইচ,এস,সি পরীক্ষায় তাহার সম্মুখীন হইতেছি। আমরা যাহারা বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র তাহাদের জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহার উপর পরীক্ষার, ফলাফল বহুলাংশে নির্ভর করে। আমি ঢাকার স্বনামধন্য একটি সরকারী কলেজের ছাত্র। আমার সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকারা ব্যবহারিক পরীক্ষায় আমাকে নম্বর দিবেন। স্বভাবতই আশা ছিল, এই নম্বর দিবার ভিত্তি হইবে আমার মেধা, যোগ্যতা এবং পরিশুদ্ধতা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হইলেও সত্য যে, আমার সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ আমার যোগ্যতা যাচাই করিবার পূর্বেই শর্ত সপেক্ষে পূর্ণ নম্বর দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। শর্তগুলি চমৎকার (!)। হয় প্রস্তাবকারী শিক্ষকের নিকট তিন মাস প্রাইভেট পড়িতে হইবে নতুবা নগদ পাঁচশত টাকা দিতে হইবে। ইহা শুধুমাত্র একটি বিষয়ের জন্য, বাকি বিষয়গুলিতেও একইরূপ শর্তসাপেক্ষে পূর্ণ নম্বর প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। পূর্ণ নম্বর প্রত্যাশী অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী উল্লিখিত শর্ত পূরণ করিয়াছে। পাশাপাশি যাহারা পূর্ণ নম্বর পাইবার কোন রকমের যোগ্যতা রাখে না, তাহারাও শর্ত পূরণ করিয়া পূর্ণ নম্বর আদায় করিতেছে। টাকা দিবার মত সামর্থ্য যাহাদের নাই, তাহারা নিশ্চিতভাবে পূর্ণ নম্বর পাইতেছে না। বিষয়টি নূতন নয়। সম্মানিত শিক্ষকদের একাংশ ছাত্রদের নিকট হইতে টাকা চাহিতে এখন আর লজ্জা পান না। অনেক লেখালেখি হইয়াছে। এই বিষয়ে বিহিত কিছুই হয় নাই হয়তবা হইবেও না। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন এই ব্যবহারিক পরীক্ষা প্রহসনের প্রয়োজন কী।

মিলন
২০/৪ সুজাতনগর, মিরপুর-১২,
ঢাকা-১২১৬।